দৈনিক বাংলা

16

তারিখ 5 MAY 1990
পৃষ্ঠা ... কলাম 7

সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি

দেশে সাক্ষরতার হার এবং স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সরকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছেন এবং এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সাহায্য করার জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) ১৫ কোটি ৯৩ লক্ষ ডলার অনুমোদন করেছে। এই প্রকল্পটি নেয়া হয়েছে প্রধানত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান, গ্রহণযোগ্যতা ও ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধনেরলক্ষ্যে।

দেশে সাক্ষরতা বৃদ্ধি ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি দুটোই নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাদপদতা দূর করার ব্যাপারে দুটো কাজই অমূল্য ভূমিকা রাখবে। অন্যদিকে জাতীয় জীবনের সামগ্রিক অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্য সাধন করতে হলে শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতেই হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর একটি জাতির পক্ষে অর্থনৈতিক অগ্রগতিসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে অগ্রগতির লক্ষ্য কখনোই বাস্তবায়িত হতে পারে না। এ কারণে বর্তমান সরকার দেশে সর্বস্তরে শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং গণসাক্ষরতার লক্ষ্যকে সফল করে তোলার ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে ঐ লক্ষ্যেই।

আইডিএ যে অর্থ অনুমোদন করেছে প্রাথমিক পর্যায়ে সার্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য সফল করে তোলার ব্যাপারে তা বিশেষ অবদান রাখবে। যে কোন কারণেই হোক, আগের তুলনায় গত কয়েক বছরে প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির বদলে হ্রাস পেয়েছে। আশা করা যায়, এখন থেকে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের এই প্রকল্পে বৃত্তিদানের যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা শিক্ষা সম্প্রসারণে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে নারী শিক্ষা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এই প্রকল্পে গরীব ছাত্রীদের বাড়ির কাছাকছি স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হবে। এটাও শিক্ষা সম্প্রসারণে উৎসাহ সৃষ্টি করবে বলে আমরা মনে করি।

তবে সবই নির্ভর করবে প্রকল্প বাস্তাবায়নের দায়িত্ব যাদের উপর অর্পণ করা হবে তাদের কর্তব্য বোধের ও সঠিক কর্মসূচী গ্রহণের উপর। একথা বিশষভাবে প্রযোজ্য প্রকল্পটির সাক্ষরতার হার সম্পর্কিত অংশের ক্ষেত্রে। এর আগেও দেশে সাক্ষরতার হার বাড়ানোর জন্য একাধিক প্রকল্প নেয়া হয়েছে। সে সম্পর্কে অনেক প্রচারও হয়েছে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। কোটি কোটি টাকা দামের বইও ছাপা হয়েছে। কিন্তু গণসাক্ষরতার হার আগে যা ছিল তার কোন হেরফের ঘটেনি। কোটি কোটি টাকা জলাঞ্জলি দেয়া হয়েছে মাত্র। খোঁজ-খবর নিয়ে দেখা গেছে যে সঠিক কর্মসূচী গ্রহণে ব্যর্থতা, বলতে গেলে কিছু কিছু উদ্ভট কর্মসূচী গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের গাফিলতিই ছিল লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রধান অন্তরায়।

আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রেও যাতে তেমনটি না ঘটে এখন থেকেই সবাইকে সে ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে।